থ্যাংকস গিভিং ডে

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার থ্যাংকস গিভিং ডে হিসেবে পালন করা হয়। এদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা একত্র হয়ে ভোজন সারেন।

রক্তদান শিবির করেও মিটছে না প্রয়োজন, সংকট ভাঁড়ারে

ডোনার দিলেই মিলবে রক্ত

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যে রক্তদান শিবির আয়োজিত হচ্ছে। তবে সেখান থেকে যত ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর ফলে রক্তসংকটের মুখে পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। বুধবার সকালে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে, ডোনার নিয়ে আসার পর তবেই রক্ত পেয়েছেন রোগীদের পরিবারের সদস্যরা। তবে এবিষয়ে আগে থেকে কিছুই জানতেন না বহু রোগীর পরিজনরা। ফলে ডোনারের খোঁজে হয়রান হতে হয় তাঁদের। স্বাস্থ্যকর্মীদের বক্তব্য, রক্তের অভাবের কারণেই এই পদ্ধতিতে রক্ত দিতে হচ্ছে।

এদিন জামালদহের বাসিন্দা নির্মল রায় বলেন, 'আমার 'এ' পজিটিভ গ্রুপের রক্ত প্রয়োজন ছিল। ব্লাড ব্যাংকে আসতেই তারা ডোনার চেয়ে বসে। ফলে সমস্যায় পড়তে হয়। শেষে শিলিগুড়ি থেকে এক ভাইকে নিয়ে এসে রক্ত দেওয়া হয়েছে।'

একইভাবে ভোগান্তির মুখে পড়েন হলদিবাড়ির বাসিন্দা মালতী সরকার, প্রতাপ বিশ্বকর্মা, ধূপগুড়ির বাসিন্দা রতন সরকার। রতন সরকার বলেন, ''ও' পজিটিভ রক্তের খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু বলা হয়, ওই গ্রুপের রক্ত নেই, ডোনার লাগবে। ডোনার কার্ড দেখালেও রক্ত দেওয়া হচ্ছে না। ডোনার চাওয়া হয়।'

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব ছাড়াও, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, থ্যালাসিমিয়া ইউনিট মিলিয়ে দৈনিক প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও জলপাইগুড়ি শহরের নার্সিংহোমগুলিতেও প্রয়োজন অনুসারে রক্তের জোগান দেওয়া হয় ব্লাড ব্যাংক থেকে। আবার কখনও মালবাজারের ব্লাড ব্যাংকেও রক্ত পাঠানো হয়। সেই অনুযায়ী প্রতিদিন জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্ত চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের কথায়, অন্যান্য বছর এই সময় রক্তদান শিবির হয়, যে কারণে রক্তের জোগান স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু গত বছর থেকে করোনা পরিস্থিতির কারণে ব্লাড ব্যাংকের রক্তের ভাণ্ডারে টান পড়ছে।

জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'দৈনিক ৪০ থেকে ৪৫ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এবার যে রক্তদান শিবিরগুলি হচ্ছে, সেখান থেকে খুব কম পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ হচ্ছে। ফলে একদিনের মধ্যেই সেই রক্ত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার পরেও আমরা কোনওরকম চালিয়ে যাচ্ছি। তবে এই সমস্যা মেটাতে হলে ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এগিয়ে এসে বড় ক্যাম্প করতে হবে। তা না হলে এই সমস্যা চলতে থাকবে, ভুক্তভোগী হবেন রোগীর আত্মীয়রা।' কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

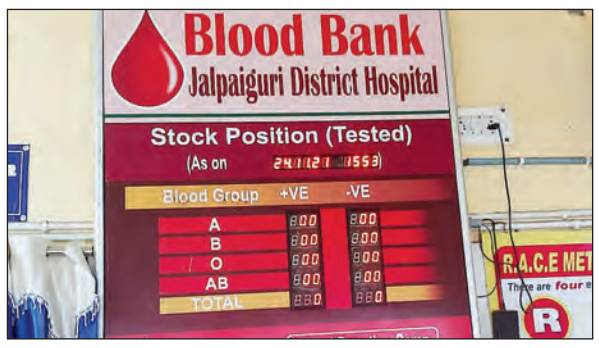

রক্তের আকাল

- রোজ জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে ৭০–৮০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন
- বর্তমানে ব্লাড ব্যাংকের ভাণ্ডারে সব গ্রুপের রক্ত

পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই

- ডোনার নিয়ে আসার পর তবেই রক্ত পাচ্ছেন রোগীদের পরিবারের সদস্যরা
- রক্তদান শিবির থেকে খুব কম পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ হওয়ায় সমস্যা

পারিশ্রমিকে বঞ্চিত পুরসভার ১৫০ কর্মী

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গত মে মাস থেকে ডেঙ্গি মোকাবিলায় লড়ে যাচ্ছেন রাজেন পাসোয়ান, কৃষ্ণা ডোম, সেবক বাসফোর সহ মোট ১৫০ জন সাফাইকর্মী। কিন্তু এখনও তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি, এমনই অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধে। কবে ওই বকেয়া মেটানো হবে, সেই বিষয়েও কিছুই জানেন না তাঁরা।

প্রতি বছর ডেঙ্গি মোকাবিলার জন্য পুরসভা এলাকার ২৫টি ওয়ার্ডের নিকাশিনালা ও জঞ্জাল সাফাই সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে পুরসভা। এছাড়াও পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে ডেঙ্গি নিয়ে সমীক্ষার জন্য দল তৈরি করে প্রতিটি বাড়িতে পাঠানো হয়।

সেই দলের কর্মীরা জমা জল পরীক্ষা করে দেখেন, সেখানে ডেঙ্গির মশার লার্ভা আছে কি না। ওয়ার্ডের কোথাও জল জমে রয়েছে কি না, সেখানে ডেঙ্গির মশা জন্মাতে পারে কি না, সেসব বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করেন তাঁরা। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী পুরসভার সাফাই বিভাগের ডেঙ্গি মোকাবিলার দল ওই জায়গা থেকে জমা জল সাফাই করে। ডেঙ্গি মোকাবিলার এই সমস্ত কাজের জন্য সাফাই বিভাগ থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ জনের দল গঠন করে দেওয়া হয়। এই দল কত মাস কাজ করবে, তার মেয়াদও ঠিক করে দেওয়া হয়।

> অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। ওই টাকা পাওয়া গেলে ভালো হত।
>
> – কৃষ্ণা ডোম
> *সাফাইকর্মী*

এবছরও পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের বৈঠকের পরে মোট ১৫০ জন সাফাইকর্মীকে ২৫টি ওয়ার্ডে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। গত মে মাস থেকে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল পুরসভা। কর্মীরা তাঁদের কাজ এখনও জারি রাখলেও তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

১৫০ জনকে দৈনিক ১৭৫ টাকা করে দিতে গেলে পুরসভার মাসে প্রয়োজন প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মতো। সেইদিকে ৫ মাসের বকেয়া পারিশ্রমিক দিতে গেলে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কৃষ্ণা ডোমের কথায়, 'অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। ওই টাকা পাওয়া গেলে ভালো হত।'

এই বকেয়ার বিষয়ে পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিষয়টি তাঁর নজরে রয়েছে। দ্রুত বকেয়া মেটানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তাঁর আশ্বাস। কবে পারিশ্রমিক মিলবে, সেইদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন কর্মীরা।

কয়েন নিয়ে দুর্ভোগ শহরে

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কয়েন নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছেন জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। অভিযোগ, এক টাকা, দু'টাকা ও পাঁচ টাকার কয়েন টোটোচালকরা নিতে চান না। বিভিন্ন দোকান, বাজারেও একই সমস্যা। এই নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া বলেন, 'যে সমস্ত ব্যবসায়ী কয়েন নিচ্ছেন না, তাঁরা বিধিবহির্ভূত কাজ করছেন। একই দোষে দুষ্ট টোটোচালকরাও।' তিনি ব্যবসায়ীদের কাছে কয়েন নেওয়ার আবেদন জানান।

টোটোচালক ও ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য অনুযায়ী, বাজারে কয়েন চালানো মুশকিল, তাই তাঁরা কয়েন নিচ্ছেন না। তবে ব্যাংকের এক পদস্থ কর্তা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনবেন বলে জানান।

বাসিন্দা দোলা সেনের বক্তব্য, ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে কয়েন দেওয়া হয়। কিন্তু সেই কয়েন নিয়ে দুর্ভোগের শেষ নেই।

পুরাতন পুলিশলাইনের কল্যাণ দাস বলেন, 'কয়েন নেওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করার অধিকার কারও নেই। রিজার্ভ ব্যাংকের আদেশ অনুযায়ীই কয়েন করা হয়েছে।'

গর্তে ভরা পথে হোঁচট

শিবাজি রোডের বেহাল রাস্তা। ছবি : জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শিবাজি রোড খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। এই পথেই রয়েছে জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং তপশিলি জাতি ও আদিবাসী বিভাগের জেলা দপ্তর, আইসিডিএস–এর দপ্তর। এই অফিসগুলিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোজ বহু মানুষ হাজির হন বিভিন্ন কাজে। তাঁদের অভিযোগ, এই পথে গাড়ি নিয়ে যেতে বেশ সমস্যা হচ্ছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় পথবাতি জ্বলে না। ফলে রাস্তার গর্তে হোঁচট খেতে হয় পথচারীদের। উত্তম রায়, বিমল লোধ প্রমুখ বাসিন্দা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানিয়েছেন। ২ নম্বর ওয়ার্ডেও রাস্তা বেহাল।

এই দুটি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর সিপিএমের দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাবেরী চক্রবর্তী। সিপিএম নেতা প্রদীপ দে'র অভিযোগ, বারবার রাস্তা সংস্কারের দাবি করা হলেও পুর কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাঁর কথায়, 'পুজোর আগে বলা হয়েছিল, পুজোর মধ্যেই সমস্ত ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কার করা হবে। পুর কর্তৃপক্ষের ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। বর্ষায় ভাঙা রাস্তা নিয়ে চরম দুর্ভোগ হয়েছে। দেরি না করে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা দরকার।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ধাপে ধাপে সমস্ত রাস্তা সংস্কার হবে।'

ঝুঁকির যাতায়াত

গাড়ির মাথায় চড়ে গন্তব্যস্থলে। বুধবার ময়নাগুড়ি শহরে বিডিও অফিস মোড়ের কাছে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

মাল শহরের প্রবেশপথে জঞ্জালের স্তূপে দূষণ

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ২৪ নভেম্বর : ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে মাল শহর পরিচিত। তবে সেই শহরে ঢোকার মুখেই ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। ওই এলাকা থেকেই কয়েক মিটার দূরেই রয়েছে মাল উদ্যান। সেখানে সারাদিনই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে রয়েছে। কিন্তু এভাবে জঞ্জাল জমে থাকায় যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তেমনই পর্যটকদের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসী।

শিলিগুড়ি থেকে মাল শহরগামী পথে শহরে প্রবেশের মুখেই রয়েছে একটি ঝোরা। তার পাশে দীর্ঘদিন ধরেই জমে রয়েছে আবর্জনা। এলাকাটি শহরের সীমানায় হলেও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ। তবে এর আগে পুর কর্তৃপক্ষই ওই এলাকার আবর্জনা সাফাই করেছিল। পথচারীদের অভিযোগ, বর্তমানে এলাকায় এমনই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে ওই পথে হাঁটাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

পরিবেশকর্মী স্বরূপ মিত্রের গলায় ক্ষোভ, 'এর আগেও ওই এলাকায় আবর্জনা জমা করা হত। সেই সময় প্রতিবাদ করা হলে পরবর্তীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আবার জঞ্জালের স্তূপ জমা হওয়া শুরু হয়েছে। অবিলম্বে জায়গাটি পরিষ্কার করা উচিত। ওই রাস্তায় বহু মানুষ প্রাতর্ভ্রমণে যান। পাশেই চা বাগান রয়েছে। অনেক সময় পর্যটকরা চা বাগানে দাঁড়িয়ে ফোটো তোলেন। আবর্জনার স্তূপ দেখে কিছু পর্যটক উষ্মা প্রকাশও করেছেন।'

হোটেল ব্যবসায়ী দীপশংকর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পশ্চিম ডুয়ার্সের মাল শহর পর্যটন ব্যবসার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে পর্যটকরা এই শহরে থেকেই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বেড়াতে যান। শহরের প্রবেশপথ যদি আবর্জনার স্তূপে ঢেকে থাকে, তবে মাল শহরের সৌন্দর্য ও ডুয়ার্সের সবুজায়ন সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে। অবিলম্বে জায়গাটি পরিষ্কার করা হোক।'

পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সমরকুমার দাস বলেন, 'শহরকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করা হয়। ওই এলাকাটি পঞ্চায়েতের অধীন থাকলেও এর আগে পুরসভার তরফেই আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছিল। দ্রুত ওই এলাকা পরিষ্কার করবার বন্দোবস্ত করা হবে।' তাঁর সংযোজন, শহরের প্রবেশপথে কারা আবর্জনা জমা করছে, সেদিকে নজর রাখা হবে।

জাতীয় সড়কের ধারে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। — সংবাদচিত্র

> পশ্চিম ডুয়ার্সের মাল শহর পর্যটন ব্যবসার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে পর্যটকরা এই শহরে থেকেই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বেড়াতে যান। শহরের প্রবেশপথ যদি আবর্জনার স্তূপে ঢেকে থাকে, তবে মাল শহরের সৌন্দর্য ও ডুয়ার্সের সবুজায়ন সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে।
>
> –দীপশংকর চট্টোপাধ্যায়
> *হোটেল ব্যবসায়ী*

বৃক্ষরোপণে বিশেষ আইন

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শহরাঞ্চলে বহুতল বাড়ির প্লটের ১০ শতাংশ জমি বাধ্যতামূলকভাবে বৃক্ষরোপণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এমনই বিশেষ আইন করার প্রস্তাব রাজ্য বন দপ্তর রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বুধবার এই সংবাদ দিয়ে জানান, বহুতল বাড়ির ১০ শতাংশ জায়গায় এমন গাছ লাগানো হবে যেগুলি দ্রুত লম্বা হয়। এবং শিকড় মাটির অনেক নীচে যায়। গাছগুলি এমনভাবে লাগানো হবে যাতে বহুতল বাড়ির কোনও ক্ষতি না হয়।

মন্ত্রী বলেন, 'সরকারি বহুতল বাড়ির সামনেও আমরা বৃক্ষরোপণ করব। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ব্যাপক বন বিনাশ হয়েছে। এর ধাক্কা আমাদের সামলাতে হচ্ছে।' তাঁর বক্তব্য, বনাঞ্চলে প্রতি বছর যেমন পুরোনো গাছ কাটা হবে, তেমনি কাটা গাছের পাঁচগুণ গাছ লাগানো হবে। শহর অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করার জন্য নির্মাণকারী সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন বলে বনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্ট প্রকৃতিপ্রেমী তথা জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের বর্ষীয়ান কর্মকর্তা ডঃ বিমলেন্দু মজুমদার। তিনি বলেন, 'এই কর্মসূচি সফল হলে সার্বিকভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হবে।'

সংশোধনী

বুধবার আমার শহর পাতায় 'বার্ন ইউনিট চায় মালবাজার' শীর্ষক খবরে হাসপাতাল সুপারের যে বক্তব্য হাইলাইট করা হয়েছে তা তাঁর নয়। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

টুকরো খবর

শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হল। বুধবার জলপাইগুড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং এসএফআই–এর নেতা–কর্মীরা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে ওই বিক্ষোভ দেখান। এসএসসি–তে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা।
গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ দে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত পান্ডাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান।

থানায় ব্যাডমিন্টন

মালবাজার, ২৪ নভেম্বর : শীত পড়তেই মাল থানা চত্বরে শুরু হয়েছে ব্যাডমিন্টন খেলা। মূলত পুলিশকর্মীদের শরীরচর্চার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। থানা চত্বরে ইতিমধ্যে পাকা ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরি করা হয়েছে। অবসর সময়ে পুলিশকর্মীরা সেখানে খেলছেন। শীতের সময় খেলা ভালোই জমছে। কাজের চাপের মাঝে খেলার সুযোগ পাওয়ায় খুশি পুলিশকর্মীরা। মাল থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'আমরাও খেলাধুলোর বিকাশ চাইছি। তাই থানা চত্বরেই ব্যাডমিন্টন কোর্ট চালু করে দেওয়া হয়েছে।'

বিজেপির অবস্থান

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার রাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার সামনে বিজেপি নেতা–কর্মীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ডিবিসি রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য শ্যাম প্রসাদের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে বাপি গোস্বামী বলেন, 'জেলার বিভিন্ন থানায় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলাগুলি প্রত্যাহার করতে হবে।'
এদিন বিজেপির তরফে ডিজেল–পেট্রোলের উপর ভ্যাট কমানোর দাবিও জানানো হয়েছে।

শুয়োর ধরতে অভিযান

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : পুলিশ এবং একজন এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আগামী সোমবার থেকে ফের শুয়োর ধরার অভিযান শুরু করতে চাইছে পুরসভা। তাই পর্যাপ্ত পুলিশ এবং একজন এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আবেদন জানিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। শুয়োরের মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করতে জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে।

স্কুলকর্মীর জীবনাবসান

ময়নাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নরেন রায় (৮৬) মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ময়নাগুড়ি শহরের মহাকালপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ১ মেয়েকে। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার পর তিনি শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন। এরপর ভোররাতে বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বুধবার তাঁর মৃতদেহ ময়নাগুড়ি হাইস্কুলে নিয়ে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় বলে জানান ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবব্রত রায়।

স্মরণসভা

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : প্রয়াত আইনজীবী বাপ্পাদিত্য হোড়ের স্মরণসভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সভাপতি কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় এই স্মরণসভা হবে।